গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বাজেট শাখা
www.rthd.gov.bd

বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	এম, এ, এন, ছিদ্দিক সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৬.১১.২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	০৩.৩০ মিনিট
স্থান	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে উপসচিব (বাজেট ও অডিট) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি সভায় জানান যে অর্থ বিভাগ হতে জারীকৃত বাজেট বাস্তবায়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত পরিপত্রের দিকনির্দেশ মোতাবেক BWG এর সভা করা হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাজেট বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক এ বিভাগের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(ক) রাজস্ব আয় সংক্রান্ত

২। সভাপতি চার কোয়ার্টারে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন কোন নীতির ভিত্তিতে করা হয়েছে তা জানতে চান। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) অবহিত করেন যে ১ম কোয়ার্টারে প্রকৃত প্রাপ্তির ভিত্তিতে এবং অন্যান্য কোয়র্টার যৌক্তিকভাবে বিভাজন করা হয়েছে। ফলে প্রথম কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার শতভাগের কাছাকাছি প্রদর্শিত হচ্ছে। যুগ্মসচিব (বাজেট) বলেন এ ভাবে বিভাজনের ফলে পরবর্তী কোয়ার্টার গুলোতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১ম কোয়ার্টার হতে বেশী হয়েছে। বিআরটিএ-এর চেয়ারম্যান পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ২য় ও ৩য় কোয়ার্টারে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেতে পারে মর্মে সভায় জানান। একইভাবে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) বলেন যে, নতুন টোল নীতিমালা কার্যকর হলে সওজ অধিদপ্তরের ২য় ও ৩য় কোয়ার্টারে আয় বৃদ্ধি পাবে।

সিদ্ধান্ত

৩। কোয়ার্টার ভিত্তিক রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষমাত্রা অনুমোদন করা হল। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা প্রদান করতে হবে।

(খ) অনুন্নয়ন ব্যয় সংক্রান্ত

৪। উপসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান যে অর্থ বিভাগের পরিপত্রের দিকনির্দেশ এবং BWG সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন খাতে কোয়ার্টার ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন করা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ব্যয় পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত ব্যয় পরিকল্পনা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোকপাত হয়।

সিদ্ধান্ত

৫। অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রাপ্ত অনুন্নয়ন ব্যয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হল।

(গ) উন্নয়ন ব্যয় সংক্রান্ত

৬। উপসচিব (বাজেট ও অডিট) সভাকে অবহিত করেন যে উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে ১ম কোয়ার্টারে ১৫%, ২য় ও ৩য় কোয়ার্টারে ৩০% করে এবং ৪র্থ কোয়ার্টারে ২৫% হিসেবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। তবে ডিটিসিএ BWG

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোয়ার্টার ভিত্তিক লক্ষমাত্রা নির্ধারন করেনি। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি উপসচিব (বাজেট-১৬) উন্নয়ন ব্যয় পরিকল্পনা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে করা হয়েছে মর্মে জানান। তবে তিনি ৪র্থ কোয়ার্টারে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা আরও কমানো যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত

৭। উপস্থাপিত উন্নয়ন ব্যয় পরিকল্পনা সভায় অনুমোদিত হয়। কোয়ার্টার ভিত্তিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বলা হয়। ডিটিসিএ কে BWG এর সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উন্নয়ন ব্যয় পরিকল্পনা প্রেরণের জন্য বলা হয়।

(ঘ) DSL সংক্রান্ত

৮। সভাপতি বিআরটিসিকে নির্ধারিত অংকে নিয়মিত DSL পরিশোধের বিষয়ে তাগিদ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে নির্ধারিত অংকে নিয়মিত DSL পরিশোধ না করলে পরবর্তীতে সংস্থাটি গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হবে। তিনি বিআরটিসি'র প্রতিনিধিকে নিয়মিত ৫০ লক্ষ টাকা করে DSL পরিশোধের জন্য বলেন।

সিদ্ধান্ত

৯। অর্থ বিভাগের Schedule মোতাবেক নির্ধারিত অংকে নিয়মিত DSL পরিশোধের জন্য বিআরটিসিকে বলা হল।

(ঙ) যানবাহন Condemnation সংক্রান্ত

১০। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বিআরটিএ এর অচল যানবাহনসমূহ কনডেম ঘোষনা করার উদ্যোগ গ্রহনের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি দ্রুত কনডেম ঘোষনা করার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্টদের তাগিদ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত

১১। অচল যানবাহন ও যন্ত্রপাতি পারস্পারিক প্রতিস্থাপন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পূন:চালু করার উদ্যোগ প্রথমে গ্রহণ করতে হবে। তা সম্ভব না হলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও বিআরটিএ অচল যানবাহনের তালিকা প্রস্তুত করে দ্রুত কনডেম ঘোষনার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(ঙ) বিবিধ

A.অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা

১২। সভাপতি সভাকে জানান যে সাম্প্রতিক কালে বেশ কয়েকটি Contempt মামলায় ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধের জন্য মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা পাওয়া গেছে। এছাড়া, সিলেট মহানগরীর ১৩.৭০ কিলোমিটার সড়ক, বনানী-টঙ্গী-জয়দেবপুর মহাসড়কের ১২.৫০ কিলোমিটার এবং জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-নয়াপুর বাজার-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) মহাসড়ক সংস্কার ও উন্নয়ন করার জন্য অতিরিক্ত ৪২.৫৩ কোটি টাকা প্রয়োজন। Contempt মামলার প্রেক্ষিতে ঠিকাদারদের ক্ষতিপূরনের অর্থসহ বর্ণিত কাজসমূহ সম্পন্নের জন্য অনুন্নয়ন খাতে অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা চলতি অর্থবছরে প্রয়োজন হবে। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মামলার রায়ের নির্দেশনা প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে সুনিদিষ্টি পৃথক খাত সৃষ্টির জন্য অর্থ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। সভাপতি উভয় বিষয়ে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি উপসচিব (বাজেট-১৬) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৩। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরন প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ কোটি এবং জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ জুন-২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৫৬৫.০৯ কোটি টাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে এই দুটি প্রকল্পের অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের জন্য ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগে উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরন করা হয়েছে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সিদ্ধান্ত

(i) অনুন্নয়ন খাতে অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হল।

(ii) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরন প্রকল্পের কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জন এবং জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার জন্য অতিরিক্ত ১০৬৫.০৯ কোটি টাকা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হল।

(iii) মামলার রায়ের নির্দেশনা মোতাবেক ক্ষতিপূরনের অর্থ পরিশোধের জন্য সুনির্দিষ্ট সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হল।

B. কাজের গুনগত মান

১৪। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি উপসচিব (বাজেট-১৬) সভায় জানান যে সড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে RHD Laboratory Standard নির্ধারন করা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন যে গুনগত মান নিশ্চিত করার জন্য এ বিষয়ে ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত

১৫। সড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের গুনগতমান ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Technical Standard ও স্থায়িত্ব নির্ধারনের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হল।

C. পেনশন

১৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভায় বলেন যে অবসর গ্রহনের বয়স ৫৭ থেকে ৫৯ বছরে বৃদ্ধি করায় ২০১৪ সালে পেনশন গ্রহনকারী/পেনশনভোগীদের সংখ্যা বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে চলতি বছরে এইখাতে বাজেট ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

সিদ্ধান্ত

১৭। পেনশন খাতে অর্থের ঘাটতি হলে উপযোজনের মাধ্যমে অর্থের সংস্থান করতে হবে।

১৮। আলোচনার জন্য আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

০৭.১২.২০১৪

(এম, এ, এন, ছিদ্দিক)
সচিব